ইনকিলাব

তারিখ 5 APR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কওমী মাদরাসা প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

কওমী মাদরাসা শিক্ষাকে স্বীকৃতি দেয়ার আশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর

☐ বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশিষ্ট ইসলামিক নেতাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, সরকার গত বছর গঠিত কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কওমী শিক্ষাকে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেবে। তিনি বলেন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা আহমেদ শফীর নেতৃত্বাধীন কমিশন ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিবেদন পেশ করেছে। কমিশনের সুপারিশের আলোকে কওমী শিক্ষার

পৃঃ ১৫ কঃ ৭

কওমী মাদরাসা শিক্ষাকে

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

জন্য অভিন্ন কারিকুলাম তৈরি করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, কওমী বোর্ড যদি এ অভিন্ন কারিকুলামে সম্মতি দেয় তাহলে সরকার কওমী শিক্ষাকে স্বীকৃতি দেবে। কওমী মাদরাসা নেতাদের একটি প্রতিনিধি দল গতকাল সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি এ কথা বলেন। গহরডাঙ্গা মাদরাসার চেয়ারম্যান আল্লামা মুফতি রুহুল আমীনের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল কওমী শিক্ষার স্বীকৃতিসহ প্রধানমন্ত্রী কাছে ৭ দফা দাবি পেশ করেন।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতা আবুল কাশেম আশরাফি, গোপালগঞ্জের ভবানীপুর মাদরাসার অধ্যক্ষ মুফতি মাওলানা সোহেব এম ইব্রাহিম, কওমী মাদরাসা বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক মুফতি মাওলানা এনামুল হক, মুফতি মাওলানা আবুল কাশেম, মাদানীনগর মাদরাসার অধ্যক্ষ মুফতি মাওলানা এমদাদুল কাশেমও বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল-আলম হানিফ, রেলওয়ে মন্ত্রী মুজিবুল হক, আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট কামরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, হাইকোর্টে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকা একটি রিট পিটিশন নিষ্পত্তির পর আদালতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। ইসলামিক নেতাদের এক দাবির জবাবে তিনি বলেন, 'হাইকোর্টে একটি পিটিশন নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। আমরা যদি এখন এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেই তা হলে আদালত অবমাননা হতে পারে। তাই আদালতের রায়ের পর আমরা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব।'

তিনি বলেন, জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মওদুদীর লেখা বই নিষিদ্ধ করার দাবিটি সরকার বিবেচনা করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা ইসলাম ও মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবমাননার জন্য দায়ী তাদের কিছুতেই ছেড়ে দেয়া হবে না। তিনি বলেন, ধর্মকে অবমাননাকারী কয়েকজন ব্লগারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যদেরকেও আইনের আওতায় আনা হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার ধর্মের পবিত্রতার রক্ষার ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন। তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মদ, জুয়া ও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধ করে। কারণ ইসলাম এগুলো অনুমোদন করে না।

তিনি বলেন, অনেক মুসলিম দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে বিশ্ব মুসলিমের দ্বিতীয় বৃহত্তম জমায়েত বিশ্ব ইজতেমা আয়োজনের পদক্ষেপ নেন। শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় এসেছে তখনি ইসলামের বিকাশে কাজ করেছে এবং রাজনৈতিক মুনাফা লাভে ধর্মকে কখনো ব্যবহার করেনি। শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার ধর্ম বিরোধী কোন কর্মকাণ্ড কখনো মেনে নেবে না। তিনি প্রতিনিধি দলকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, এ ব্যাপারে প্রচলিত আইন অনুযায়ী সকল পদক্ষেপ নেয়া হবে। ধর্মের নামে যারা বিভিন্ন অপকর্মে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে আরও সোচ্চার হওয়ার জন্য তিনি ধর্মীয় নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, প্রতিটি ব্যক্তির সমাবেশ এবং দাবি উত্থাপন করার অধিকার রয়েছে। তবে, প্রত্যেককে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে এর থেকে সুবিধা নিয়ে কেউ যাতে নাশকতা করতে না পারে। ধর্মীয় নেতারা কওমী শিক্ষাকে স্বীকৃতি দানের লক্ষ্যে কমিশন গঠনের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন।